মোল্লাহাটে শিশু অপহরণে জড়িতদের বিচার দাবীতে সংবাদ সম্মেলন

বাগেরহাটের মোল্লাহাটে ঘরের সিধকেটে মেধাবী শিশু শিক্ষার্থীকে অপহরণে জড়িতদের বিচার দাবীতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরী হস্তক্ষেপ কামনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী পরিবার। মঙ্গলবার সকালে প্রেসক্লাব মোল্লাহাটে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য ও সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে ভিকটিমের পিতা মাসুম মোল্লা জানায়, খুলনা-মাওয়া মহা-সড়কের পাশে দেড়বোয়ালিয়া গ্রামে তার ক্রয়কৃত টিনের তৈরী বাড়ীতে স্ত্রী-ও দুই শিশু সন্তান নিয়ে কয়েক বছর ধরে বসবাস করছেন মাসুম মোল্লা। ওই এলাকায় প্রায় সময় মাদক সেবীরা বিচরন করায় শংকায় দিন কাটে তাদের।

গত ২/৭/১৯ ইং রাত অনুঃ ১টার দিকে পরিবারের সকলে ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় ঘরের সিধকেটে ভেতরে ঢুকে তার শিশু কন্যা মিমি আক্তার মিম (৮+)’কে অপহরণ করে অজ্ঞাত দুস্কৃতিকারীরা। ওই সময় শিশুটির মা’র ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি চিৎকার করেন। ওই চিৎকারে মাসুম মোল্লার ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনিও চিৎকার করে আশ-পাশের লোকদের ডাকেন। তখন প্রতিবেশীরা লাঠি-সোঠা নিয়ে অপহরণকারীদের খুজতে থাকায় অবস্থা বেগতিক বুঝে কেবল কানের গহণা নিয়ে খানিক দুরের বাগানে রেখে/ফেলে যায় শিশুটিকে। এর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্থ শিশুটিকে উদ্ধার করে এলাকাবাসী। মোল্লাহাট থানা পুলিশকে বারবার মোবাইল করায় ওই রাতেই পুলিশের একটি দল ঘটনা স্থল পরিদশন করে। ওই ঘটনায় মামলা করতে গেলে আগে দুস্কৃতিকারীদের খুজে বের করে পরে মামলা নেয়ার কথা বলে থানা পুলিশ। এরপর এলাকাবাসী ও পুলিশ দুস্কৃতিকারীদের এক জনের নিকট শিশুটির কানের গহণা রয়েছে বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

তবুও ওই ব্যাক্তিকে অজ্ঞাত কারণে আটক না করে কাল বিলম্ব করতে থাকে। একপর্যায়ে গত ১৬/০৭/১৯ ইং তারিখে অপহরণের বিষয়টি এড়িয়ে একটি চুরি মামলা নেয় থানা পুলিশ। উক্ত মামলার আসামীকে এখন পর্যন্ত আটক না করায় এবং মাদকসেবীদের হুমকীতে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে পরিবারটি। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরী হস্থক্ষেপ কামান করেন পরিবারটি।

এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এস,আই, লুৎফর রহমান মোবাইল ফোনে জানান, আটক না হলেও একজন সনাক্ত হয়েছে, এছাড়া তিনি এখন ছুটিতে ঢাকায় আছেন।